যায়যায়দিন

তারিখ 18 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

সমস্যায় জর্জরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যার উত্থান। তারই অবিচ্ছেদ্য অংশের নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। কিন্তু হাজারো সমস্যা নিয়ে এটি এগিয়ে যাচ্ছে। একদিকে অবকাঠামোগত ও বইয়ের অভাব, অন্যদিকে দারুণ অব্যবস্থাপনা। প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের ছোঁয়া যার গায়ে লাগেনি। গড়ে ওঠেনি শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক।

জানা গেছে, লাইব্রেরিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে প্রায় ২৩৭ জন দায়িত্ব পালন করছেন। লাইব্রেরির প্রতি তলায় একজন করে কর্মকর্তা থাকলেও তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেন না। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লাইব্রেরি কর্মচারীরা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। লাইব্রেরির শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে খুব কম সময়ই দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নাসরীন সুলতানা অভিযোগ করেন, লাইব্রেরিতে কিছু কর্মচারী আছেন যাদের কাছে বই চাওয়া হলে না দেখেই বলেন, 'বই নেই, পাঠকক্ষে নিয়ে গেছে বা শিক্ষকের কাছে আছে।' একটু খুঁজে দেখতে বললেই তারা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। নাসরীন সুলতানা আরো বলেন, লাইব্রেরিতে বিদ্যুৎ সমস্যা কঠিন হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ না থাকায় বই বিতরণ করা হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। দর্শন বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র সোহাগ অভিযোগ করেন, লাইব্রেরির টয়লেটগুলো অপরিচ্ছন্নতা আর দুর্গন্ধের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বাথরুমে পানির ট্যাপগুলো পুরনো হওয়ায় সব সময় পানি ঝরছে। অধিকাংশ বেসিন নষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন। লাইব্রেরির দ্বিতীয় তলায় খাবার পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের মাস্টার্স বর্ষের ছাত্র হারুনুর রশীদ জানান, পুরো ভবনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও বৃহৎ জায়গার কারণে তা ঠিকমতো কাজ করে না। রয়েছে ছারপোকার অত্যাচার। প্রতিটি চেয়ার-টেবিল ছারপোকায় ভরা।

এদিকে লাইব্রেরি থেকে প্রায়ই জার্নাল, বই চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ আছে। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ বইয়ের অনেক পৃষ্ঠা ছেঁড়া পাওয়া যায়। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ করেন, মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইগুলোর অধিকাংশই ছেঁড়া

এবং বেশি পুরনো হওয়ায় তা পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষ সেগুলোর পরিবর্তে নতুন করে কোনো বই কিনছে না। ফলে অধিকাংশ সময়ই শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান বলেন, তিনি যখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন লাইব্রেরির অবস্থা যেমন ছিল শিক্ষক হওয়ার পরও সেই একই অবস্থা দেখছেন।

জানা যায়, সর্বশেষ ১৯৮২ সালে গ্রন্থাগারের জন্য নতুন ভবন তৈরি করা হয়। ওই সময়ের চেয়ে এখন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনেক বেড়েছে; কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য নতুন কোনো ভবন নির্মিত হয়নি। ফলে পড়াশোনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের আসন নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে হয়। জায়গা না পেয়ে অনেককে ফিরে যেতে হয়। তাছাড়া বিভাগীয় সেমিনারগুলোতেও ছাত্রছাত্রীদের জায়গা হয় না।

এ ব্যাপারে নবনিযুক্ত গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক এম নাসিরউদ্দীন মুন্সী বলেন, গ্রন্থাগারে কিছু সমস্যা আছে। তারা সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানান, আসন সমস্যার সমাধানে নতুন একটা ভবন তৈরি করা হবে। এর জন্য অফিসিয়ালভাবে কাজ চলছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো নতুন ভবনের কাজ শুরু করা হবে। তিনি আরো জানান, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে আইপিএস বা জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হবে। সে জন্য কাজ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন করা হবে। ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।